মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
www.dhakaeducationboard.gov.bd

স্মারক নং- ১৩০

তারিখঃ ০৭-০৪-২০২৫ ইং

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৫ এর প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগের জরুরী বিজ্ঞপ্তি

eTIF-পূরনের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ ও দিক নির্দেশনা

১. প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ কর্মরত সকল শিক্ষকদের পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় কাজ সম্পাদনের লক্ষে eTIF পূরণ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অনুরোধ করা হলো।

২. সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রধান পরীক্ষক হওয়ার জন্য অনেক শিক্ষক মাস্টার ট্রেইনার না হওয়া সত্ত্বেও eTIF-এর ডাটায় মাস্টার ট্রেইনার এর কলাম এন্ট্রি করেছেন, যা গর্হিত অপরাধ। সুতরাং যারা প্রকৃতপক্ষে মাস্টার ট্রেইনার নয় তারা অনতিবিলম্বে eTIF-এর ডাটা থেকে মাস্টার ট্রেইনার কলাম সংশোধন করবেন, নতুবা এরুপ প্রতারণামূলক তথ্য প্রদানের জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান সত্যায়নকারীর দায় এড়াতে পারবেন না। কারণ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে তিনি প্রতিটি শিক্ষকের তথ্য অনুমোদনকারী।

৩. আরো দেখা যাচ্ছে অনেক শিক্ষক তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল তথা এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, স্নাতক(পাশ), স্নাতক (সম্মান), মাস্টার্স, বি.এড, এম.এড, পি.এইচ.ডি ইত্যাদি পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণী eTIF-এর নির্দিষ্ট কলামে এন্ট্রি না করে ফাঁকা রাখেন, অথচ প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে ফলাফলে সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট রয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে উক্ত কলাম সমূহে স্ব স্ব প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণী এন্ট্রি করবেন।

৪. First Joining -এর ক্ষেত্রে অনেকে তাঁর বর্তমান স্কুল/কলেজে যোগদানের তারিখ দিয়ে থাকেন। এ কারণে তাঁর শিক্ষকতার প্রকৃত অভিজ্ঞতার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। উদাহরণঃ একজন শিক্ষক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ বছর কর্মরত ছিলেন, পরবর্তীতে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে ০৫ বছর কর্মরত আছেন তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতা হবে ১৫ বছর, এ ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ দিয়ে ডাটা এন্ট্রি করলে অভিজ্ঞতা ০৫ বছর বিবেচনায় আসবে। সুতরাং তাঁর First Joining হবে ১ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ, উল্লেখ্য প্রতি বছর সার্ভিসের জন্য আলাদা পয়েন্ট রয়েছে।

৫. শিক্ষকদের ডাটা পূরণের সময় অবশ্যই সোনালী ব্যাংকের (১৩ ডিজিটের) হিসাব নম্বর প্রদান করতে হবে।

৬. খন্ডকালীন, অনিয়মিত এবং অক্ষম ও গুরুতর অসুস্থ শিক্ষকদের তথ্য eTIF এ পূরণ করা যাবে না।

৭. যে শিক্ষক যে বিষয়ে পাঠদান করান শুধুমাত্র সে বিষয়ই Select করতে পারবেন, অন্যথায় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৮. কলেজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স করেছেন সে বিষয়ই Select করতে পারবেন।

৯. শিক্ষকদের সকল সনদ নিয়োগপত্র ইত্যাদি তথ্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে বোর্ড সেগুলো তলব করবে।

১০. eTIF পূরণে কোন তথ্য গোপন বা অসত্য তথ্য সংযোজন করলে এর দায়-দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বহন করতে হবে।

১১. যে সকল শিক্ষক PRL-রত অবস্থায় বা চাকুরী ৬০ বছর চলমান (বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) তারা/তাদের ডাটা নিজ দায়িত্বে ডিলেট করতে হবে। যে সকল শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের তথ্য প্রতিষ্ঠান প্রধান মুছে ফেলবেন।

বিঃদ্রঃ eTIF সংক্রান্ত তথ্য ০৮-০৪-২০২৫ তারিখ হইতে আগামী ০১-০৬-২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই পাঠাতে হবে। এর পরে পাঠানো কোন তথ্য ২০২৫ সালে এইচ এস সি পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে না।

০৭/০৪/২০২৫

প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন- ০২-৯৬৬৯৮১৫

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।